এ লজ্জা আমাদের

আমাদের মাননীয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন এই ভাষার জন্য কত মায়ের বুক খালি হয়েছে? তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের ভাষণ স্মরণ করিয়ে আমাদের জাতীয় ক্রিকেটদলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ যোগালেন। 'উই আর অ্যাট ওয়ার। জওয়ান আগে বাড়ো, আল্লাহ হামারা সাথ হ্যায়। মুলুক হামারা সাথ হ্যায়। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।' আমাদের জনগণের প্রতিনিধি স্মরণ করলেন সাবেক স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের কি সুন্দর উৎসাহের বাণী! ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই হতবাক। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল, যা চৌদ্দ কোটি জনগণের প্রতিনিধি। বাংলাদেশের হাইকমিশনার যিনি একটি দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ হাউজে বসে কি নির্লজ্জের মতো স্বৈরশাসকের বানী দিয়ে উজ্জীবিত করলেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে বলতে চাই, বাংলা ভাষায় উৎসাহ দিলে কি দোষ হতো? কেন আপনি স্বৈরশাসকের ভাষণ দিয়ে উৎসাহ যোগাতে গেলেন আমাদের ক্রিকেট দলকে? এ জন্য কি আমরা রাষ্ট্রভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। একবার ভাবুন তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি অন্যায় করেছেন আপনি!

রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

অযৌক্তিক বেতন বৃদ্ধি

দেশের অর্থনীতির ভয়াবহ দুর্যোগের সময় কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সাংসদরা তাদের বেতন প্রায় ৪৫ শতাংশ বাড়িয়ে নিলেন। দেশবাসীর কাছে তারা চিহ্নিত হলেন অভাবী মানুষ হিসেবে। সবচেয়ে বড় অভাবী হলেন দেশের রাষ্ট্রপতি, যার বেতন বৃদ্ধি কার্যকর করা হলো ৯ মাস আগে থেকে। তেলের দাম বৃদ্ধি, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের কারণে দেশের সাধারণ মানুষের যেখানে নাভিশ্বাস উঠেছে, সেখানে বেতন বৃদ্ধি করা হলো কোন যুক্তিতে, কার বুদ্ধিতে? সরকারি অর্থ সাশ্রয়ের জন্যে যেখানে সাপ্তাহিক ছুটি বাড়ানো হলো, সেখানে মন্ত্রী-সাংসদদের বেতন বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়ানো হলো কেন?

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

মুদ্রা সমাচার

আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক। সরকার কাগজের ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকা নষ্ট হয়ে যায় বলে বাজারে ধাতুর মুদ্রা চালু করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুদ্রা তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে এবং পকেটে যদি ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা রাখা হয় তবে পকেট ভারী হয় এবং চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। সরকার যদি পুনরায় ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকা কাগজের নোট বাজারে ছাড়ে তবে খুব উপকার হয় জনসাধারণের। জনগণ যদি টাকার উপর লেখালেখি না করে একটু যত্ন করে টাকা ব্যবহার করেন, তবে বেশিদিন টিকবে অন্য দেশের মতো। সরকার একটু ভেবে দেখবেন কী?

বেনজু
ধানমন্ডি, ঢাকা

পরিবর্তন প্রয়োজন

দেশে দুর্নীতির যে ঘটনাগুলো ঘটে এর মাত্র কয়েকটিই পত্রিকায় আসে। তারপরও যে চিত্র পাওয়া যায় তা ভয়াবহ। শুধু তাই নয়, বাস্তবতা হলো- দুর্নীতির এই বিষবৃক্ষ প্রতিকারহীনভাবে বেড়েই চলেছে। প্রতিবারই টিআইবি'র প্রতিবেদন পেশ করা হলে পত্র-পত্রিকায় খবর ছাপা হয়, সম্পাদকীয় লেখা হয় এ প্রসঙ্গ নিয়ে। তারপর যা হবার তাই। সবকিছু আগের মতো। এই যদি হয় তাহলে দুর্নীতি কমবে না, বাড়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের যদি মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটে, নৈতিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল না হয় তাহলে লাভ নেই। কিছুই হবে না। শূন্যতাই প্রাপ্তি হবে।

ডা. সুলতানা রহমান
দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ
দিনাজপুর

নদীর মৃত্যু

দর্শনার শ্যামপুরের পাইপঘাট নামক স্থানে কেরু কোম্পানির তরল বর্জ্য এসে পড়ছে নদীর পানিতে। এই তরল বর্জ্যের প্রতিক্রিয়ায় নদীর পানি দূষিত হচ্ছে ক্রমাগত। মাছ মরে যাচ্ছে, জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে এবং নদী হারাচ্ছে তার উপযোগিতা। নদীপ্রবাহের সঙ্গে এই তরল বর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে ব্যাপক স্থানে, মিশে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির সঙ্গে, সৃষ্টি করছে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা। এই নদী দূষণ বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের কি কিছুই করার নেই?

নাম ও ঠিকানা
প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক

আমাদের গান

টিভি চ্যানেল এনটিভিতে এখন নিয়মিত প্রচার হচ্ছে 'ক্লোজআপ ওয়ান, তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ' নামক একটি অনুষ্ঠান। এটি ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে সত্যিই কোনো প্রতিভাবান বেরিয়ে আসবে। গান আমাদের দেশে বাণিজ্যিক রূপ লাভ করেছে অনেক আগেই। এ প্রতিভা অন্বেষণমূলক অনুষ্ঠান থেকে যে বা যারা প্রতিভাবান হিসেবে জয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে বাণিজ্য হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টা এখনকার যুগে খারাপ কিছুও নয়। কিন্তু সঙ্গীত যে পরিশ্রম আর সাধনার বিষয় সেটা যেন আমরা ভুলো না যাই। দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো গান কি এখন হচ্ছে? হলেও খুবই কম। পুরনো গানগুলো রিমিক্স আকারে বের করা হচ্ছে। অথচ কেউ ভেবে দেখছেন না আগামী ১০-২০ বছর পর আজকের কোনো গান রিমিক্স করা হলে, কেউ করতে চাইলে তাকে হাতড়ে মরতে হবে। শুনলে হৃদয় জুড়িয়ে যায়- এমন গান আজ কই? সঙ্গীত সংশ্লিষ্টদের এটা ভাবতে হবে। নকল গান, হালকা বক্তব্য, যেনতেন সুর এসবের দ্বারা আজকের দেশী সঙ্গীত আক্রান্ত। এ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যিকার বিনোদনধর্মী গান হোক এটাই কাম্য।

আরিফ
চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম

হায়রে পাজেরো জিপ!

কিছুদিন আগে একটি খবর আমাকে ভীষণভাবে হাসিয়েছে। তা হলো সংসদে মহিলা আসনে নির্বাচন প্রার্থীরা সবাই একযোগে একটি ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, তাদের শুল্কমুক্ত পাজেরো গাড়ির আমদানির অনুমতি না দিলে তারা কেউই নির্বাচন করবেন না। তারা সংসদে যেতে চাইছেন যতোটা না জনগণের সেবার জন্য, তারচেয়ে বেশি নিজেদের সেবা করার জন্য। অর্থাৎ তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাগুলো ভাগ করতে চান। তাদের সেই ঐকমত্যের ভিত্তিতে পাজেরো গাড়ি দাবির মাধ্যমে কার্যত সেটাই তারা স্বীকার করে নিলেন। জনগণ আর কী-ই বা বলবে। চড়ুন ওনারা পাজেরো জিপে। করুন এখানে যা খুশি তাই। দেশ না হয় গোল্লায় যাক।

নওশের
nowsheer@dhaka.net

পেনশনভোগীদের বাড়িভাড়া ভাতা

অষ্টম গ্রেড থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত কর্মচারীদের কেউই ২ হাজার থেকে ৫ হাজারের উর্ধ্বে পেনশন পান না। উল্লেখ্য যে, অবসর গ্রহণের পর বাড়িভাড়া ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। যারা সৎভাবে চাকরি করে অবসরে গিয়েছেন তারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে হাতে তেমন কোনো অর্থই রাখতে পারেন নাই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে এবং অন্যান্য খরচ মেটাতেই তারা নিঃশেষ হয়ে গেছেন। শেষ জীবনে অনেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। চাকরি জীবনে অথবা অবসর সময়ে ভাড়া বাসাতেই থাকতে হয়। যে সামান্য অর্থ তারা অবসর ভাতা পান তা দিয়ে বাড়িভাড়া শোধ করে সংসারের খরচ চালানো সম্ভব নয়। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে চাকরি করছে তারাও নিজেদের সংসার চালিয়ে বাবা-মাকে তেমন কিছুই সাহায্য করতে পারে না। এ অবস্থায় পরিবারগুলোকে বাড়িভাড়া নির্বাহ করার জন্য, পেনশনের ষাট ভাগ হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।
বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরোধ করছি।

জাহাঙ্গীর চাক্‌লাদার
লালবাগ, ঢাকা

কেন ওয়ান ওয়ে

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদন 'কলকাতায় নিষিদ্ধ বাংলাদেশী চ্যানেল' পড়ে মনে হলো আসলে ভারত মুখে মুখে বন্ধুত্বের কথা বললেও সেই বন্ধুত্বের সুবাদে তারা কেবল দুহাত ভরে নিতেই চায়, দিতে চায় না কিছুই। আমাদের দেশের কিছু পণ্য যেমন সাবান, ব্যাটারি, টুথপেস্ট, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির মানও ভারতে উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি উন্নত। বাংলাদেশী চ্যানেলে প্রচারিত এসব পণ্যের বিজ্ঞাপন যদি ভারতের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে তা হলেই তো সর্বনাশ। আর উন্নাসিকতা, সেটা তো আছেই। অবশ্য এর জন্য দায়ী আমাদের নিজেদের হীনম্মন্যতা। ভারতের একজন স্বল্প পরিচিত কবি, সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কর্মী এলে তাকে নিয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ও মিডিয়াগুলো যেভাবে গদ গদ হয়ে ওঠে কই আমাদের দেশের অনেক বড় মাপের শিল্পী কবি-লেখকদের নিয়ে তো ভারতে সেভাবে মাতামাতি হয় না। আজকে ভারতীয় শিল্পীরা যারা নিজের দেশে তেমন বাজার পাচ্ছে না তারা এখানে এসে তাদের অ্যালবাম বের করছেন, অনুষ্ঠান করছেন, টিভি সিরিয়ালগুলোতে অভিনয় করছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদেরকে সেখানে তেমন সুযোগ দেয়া হয় না। আমাদের দেশের ম্যাগাজিনগুলোর ঈদ সংখ্যায় দেখা যায় ভারতীয় বহু লেখকের অন্তর্ভুক্তি কিন্তু ওদের পুজো সংখ্যায় আমাদের ক'জন লেখক স্থান পায়? ভারতের উন্নাসিকতা রুখতে প্রয়োজন আমাদের আত্মসচেতনতা।

bvgcKv‡k Awb"QK
XvKv

দৃষ্টি আকর্ষণ

স্থাপত্য সৌন্দর্য ও লুই কান

হয়তো এটা আইফেল টাওয়ার বা তাজমহল অথবা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের কোনোটিই নয়। কিন্তুআমাদের এই মহলটি বাঙালির কাছে মহামূল্যবান এক সম্পদ। আমাদের জাতীয় সংসদ ভবন। যার স্থপতি লুই আই কান। এটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল প্রায় ২১ বছর। অবাক ব্যাপার, সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল তৈরি করতেও ২১ বছর সময় ব্যয় হয়। আমাদের জাতীয় এই ভবনটির মোট আয়তন বা সর্বোচ্চ সীমানা ৮০০ একর জমি নিয়ে। মহান এই শিল্পীর শিল্পকর্মকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তারই উত্তরসূরি নাথানিয়েল কান তৈরি করেছেন অসাধারণ এক তথ্যচিত্র 'মাই আর্কিটেক্ট'। এই তথ্যচিত্রটিতে লুই কানের জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনকে তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বের আকর্ষণীয় এক শিল্প রূপে।
কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই ভবনটির মূল নকশা পরিবর্তন করে ভবনের পাশাপাশি নির্মাণ করা হয়েছে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাসভবন। তাই নাথানিয়েল কানের দাবি, যাতে এই ভবনটি কোনো যোগ-বিয়োগ না করে এই ৮০০ একর জমির বাইরে স্পিকারের ভবন তৈরি হয়। আমরাও মনে করি, দেশের সৌন্দর্যের প্রতীক লুই কানের অমূল্য এই শিল্পকর্মটিকে নষ্ট না করে যেভাবে আছে সেভাবে রাখাই উত্তম।

মাহী, সিলেট

প্রতিক্রিয়া : ব্রিটিশ রাজাকার

২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'ব্রিটিশ রাজাকার' শিরোনামের একটি লেখা পাঠক ফোরামে পড়েছি। যিনি লিখেছেন তিনি পরশ্রীকাতরও বটে। আপনার উল্লিখিত সেই সাহেবরা ছিলেন যুগের চাহিদা। তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার কী কারণ বুঝলাম না। তাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার খাজনা আদায়, প্রজাদের সুখ-দুঃখের সহচর হতো এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য কাজ করতো। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে ব্রিটিশরা এখনো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার আসনে আছেন। তাদের প্রতিনিধি হওয়ায় আপনি দোষের কী দেখলেন? যে পদগুলোর কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেগুলো সে সময়ের খুব সম্মানী পদ। আপনার পূর্ব-পুরুষরাও এর জন্য ঈর্ষা করবেন এবং আপনিও হয়তো ঈর্ষাবশত এ কথা লিখেছেন। লেখক বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

আরিফ
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সব তথ্য

- হাই আদনান, রেজাল্ট কী করলি ?
- ভালো করতে পারিনি, দোস্। মাত্র ৪.৮৮। তোর খবর কী ?
- আমারও একই অবস্থা, ৪.৯২। ভর্তি হবি কই, ঠিক করেছিস
- আব্বুর পছন্দ ইঞ্জিনিয়ার, আম্মুর ডাক্তার আর আমার পছন্দ বিবিএ।
- তাহলে সাবজেক্ট পছন্দ নিয়ে তো বেশ ফ্যাসাদেই আছিস।
- একদিকে ভর্তির প্রিপারেশন, অন্যদিকে ভর্তির সার্কুলারের জন্য দৈনিক চার পাঁচটা পত্রিকা দেখা, ...। আসলেই গ্যাঁড়াকলে আছি, দোস্।
- আরে বোকা, এটা কোনো সমস্যাই না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কুলারসহ সব তথ্য একসঙ্গে পাবি ভার্সিটি এডমিশন ডট কমে।

www.VarsityAdmission.COM